# দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশ বাহাত্তর

## ফাতিমার ছায়া: ক্যাথলিক চার্চের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দর্শনসমূহের পেছনের শয়তানি প্রভাব উন্মোচন

Jeff Pippenger

2024-04-02

ফাতিমার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শয়তানের প্রস্তুতির কাজ—ক্যাথলিক চার্চকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যে, যখন সে খ্রিস্টের ছদ্মবেশ ধারণ করবে, চার্চটি তার সংগঠন তাকে সমর্পণ করবে; কেননা এটি "শয়তানের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি—নিজ ইচ্ছামতো পৃথিবী শাসনের জন্য সিংহাসনে বসতে তার প্রচেষ্টার এক স্মারক"। শয়তানের অলৌকিক কাজ করার সক্ষমতায় বিশ্বাস করতে না চাওয়ার ফলে যারা ক্যাথলিকতাকে পরিচালনায় ফাতিমার ভূমিকা শনাক্তকারী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্য থেকে উপকৃত হবে না, তারা নিজেদেরই প্রতারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করছে। ফাতিমার ভবিষ্যদ্বাণী ক্যাথলিকতার অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম এবং নাস্তিকতার বিরুদ্ধে ক্যাথলিকতার যুদ্ধকে উল্লেখ করেছিল।

নাস্তিকতাবাদের সঙ্গে ক্যাথলিকবাদের যুদ্ধই দানিয়েল এগারোর চল্লিশতম পদের বিষয়। সেই সংগ্রামের চিত্রণ চল্লিশতম পদে ১৭৯৮ সালে শুরু হয়। এটি সেই যুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যেখানে দক্ষিণের রাজা নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালে পোপকে বন্দী করেছিল, এবং এরপর সেই পদের অন্তর্গত সাক্ষ্য ১৯৮৯ সালে উত্তরের রাজা কর্তৃক দক্ষিণের রাজাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সেই ইতিহাসের (১৭৯৮ থেকে ১৯৮৯) মধ্যে, ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে এই দুই প্রতিপক্ষের প্রত্যেককে ভাববাণীমূলক প্রতীকের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা উভয়ের সাক্ষ্যকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে, অথচ সেই পদের সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রাখে। ফাতিমার ভাববাণী নিঃসন্দেহে একটি শয়তানী ভাববাণী, কিন্তু তা ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক বাক্যের একটি বিষয়, এবং অতএব তা এমন ইতিহাস যা সঠিকভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

> "এই সময়ে আত্মার একমাত্র নিরাপত্তা হলো প্রতিটি পদক্ষেপে এই প্রশ্ন করা: প্রভু তাঁর দাসকে কী বলেন? প্রভুর বাক্য চিরকাল স্থায়ী থাকে। বাইবেল আমাদের পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত; এবং মানুষের জ্ঞান পরামর্শ করা ও সীমাবদ্ধ নশ্বরদের দাবিকে ঈশ্বরীয় সত্য হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে, আমাদের উচিত ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চিত বাক্য অনুসন্ধান করা। ঈশ্বর কথা বলেছেন, এবং তাঁর বাক্য নির্ভরযোগ্য; এবং আমাদের অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসকে 'প্রভু এইরূপ বলেন'—এ স্থির করতে হবে। ঈশ্বর চান আমরা আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তা অধ্যয়ন করি এবং সেগুলোকে তাঁর বাক্যের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সঙ্গে তুলনা করি, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা শেষ দিনগুলোতে বাস করছি। আমরা আমাদের বাইবেলগুলো চাই, এবং তাতে কী লেখা আছে তা জানতে চাই। ভবিষ্যদ্বাণীর অধ্যবসায়ী অধ্যেতা সত্যের সুস্পষ্ট প্রকাশে পুরস্কৃত হবে, কারণ যীশু বলেছেন, 'তোমার বাক্যই সত্য'।" Signs of the Times, ১ অক্টোবর, ১৮৯৪।

দানিয়েল ১১ অধ্যায়ের তেরো থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত তৃতীয় প্রক্সি যুদ্ধে, দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে শক্তি নিজেকে উচ্চ করে তোলে, তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পদটি পূর্ণ হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে, যখন “রোমানরা মিসরের অল্পবয়সী রাজার পক্ষে হস্তক্ষেপ করেছিল,” এবং “নির্ধারণ করেছিল যে, অ্যান্টিওখুস ও ফিলিপ যে

ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিল, তা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।" পদটি এবং খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের ইতিহাস এই বিষয়টি চিহ্নিত করে যে, রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার ঠিক পূর্বে, পুতিনের দুর্বল হয়ে পড়া বিকল্পকে রক্ষা করার অজুহাতে, সেই সময়ে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ (সেলিউকুস ও মেসিডোনের ফিলিপ) রুশ ভূখণ্ড দখল করে নিজেদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য তা ভাগ করে নেওয়ার সংকল্প করেছে, তখন পাপাল রোম (তীরের বেশ্যা) তার সুর বাজাতে শুরু করবে, কারণ সে পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করতে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে।

৫৩৩ সাল, এবং জাস্টিনিয়ানের ফরমানটি তখন, যেমনটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে নবীবাণীমূলকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, পুনরাবৃত্ত হবে; যেখানে বলা হয়েছে যে ড্রাগন (পৌত্তলিক রোম) পোপতন্ত্রকে তিনটি বিষয় প্রদান করবে।

> আর আমি যে পশুটিকে দেখিলাম, তাহা চিতাবাঘের ন্যায়; আর তাহার পদদ্বয় ভল্লুকের পদদ্বয়ের ন্যায়, এবং তাহার মুখ সিংহের মুখের ন্যায়; আর অজগর তাহাকে আপন শক্তি, আপন সিংহাসন, এবং মহা ক্ষমতা দিল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:২।

পৌত্তলিক রোমের অজগর ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে, যখন কনস্টান্টাইন তাঁর রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করেন, তখন পাপাসিকে তার "আসন" (রোম নগরী) প্রদান করে। ক্লোভিস ৪৯৬ সাল থেকে তার সামরিক "শক্তি" পাপাসিকে প্রদান করে, এবং ৫৩৩ সালে জাস্টিনিয়ান পাপাসিকে দেওয়ানি "কর্তৃত্ব" অর্পণ করেন। পাঁচ বছর পরে, পৌত্তলিক রোম পাপাসিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, যেমনটি দানিয়েলে এগারোর ষোলো, একত্রিশ এবং একচল্লিশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে। যখন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় প্রক্সি যুদ্ধে জয়লাভ করবে, তখন পাপাসি রাশিয়ার কমিউনিস্টিক শক্তিকে পরাজিত করবে, যা ফাতিমার ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়। এই প্রক্সি যুদ্ধগুলো সত্যের স্বাক্ষর বহন করে, কারণ এই তিনটি যুদ্ধই একটি পাপাল প্রক্সি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রথম ও শেষ পাপাল প্রক্সি-সেনা হলো যুক্তরাষ্ট্র (ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ)। মধ্যবর্তী প্রক্সি-সেনা হলো ইউক্রেনের নাৎসিরা, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্যাথলিক প্রক্সি-সেনাও ছিল। তিনটি বিশ্বযুদ্ধ আছে, এবং তিনটি প্রক্সি-যুদ্ধও আছে। বিশ্বযুদ্ধসমূহ ও প্রক্সি-যুদ্ধসমূহ—উভয়েরই দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল নাৎসিবাদ। ইউক্রেনে বর্তমান যুদ্ধটি হলো সীমান্তরেখার যুদ্ধ, যা প্রথমে রাফিয়ার যুদ্ধে একাদশ ও দ্বাদশ পদ পূরণ করেছিল। ইউক্রেনের যুদ্ধ এখন তৃতীয় সর্বনাশের ইসলামের তিনটি আঘাতের দ্বিতীয়টির সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে, যদিও সেই নির্দিষ্ট যুদ্ধে ইসলাম জড়িত নয়।

প্রথম আঘাতটি আধ্যাত্মিক মনোরম দেশের বিরুদ্ধে হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে, এবং তিন আঘাতের শেষটি রবিবারের আইনে সংঘটিত হয়, এবং তা আবারও আধ্যাত্মিক মনোরম দেশের বিরুদ্ধেই। তৃতীয় দুর্দশার ইসলামের তিন আঘাতের দ্বিতীয়টি আক্ষরিক প্রাচীন মনোরম দেশের বিরুদ্ধে হয়েছিল ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে। সেই যুদ্ধটি ঠিক সেই একই অঞ্চলে সংঘটিত হচ্ছে, যেখানে রাফিয়ার যুদ্ধে টলেমি বিজয়ী হয়েছিল। যীশু বলেছিলেন যে, শেষ দিনে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব থাকবে।

যে যুদ্ধগুলোর প্রতি যীশু উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলো ইতিহাসে তখনই ঘটে যখন প্রত্যেক দর্শনের প্রভাব পরিপূর্ণ হয়; এবং সেই সত্য ইযেকিয়েলই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই

ইতিহাসে ইসলামের তৃতীয় হায়রে আগমন, প্রক্সি যুদ্ধসমূহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি, এবং আমেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। এই যুদ্ধসমূহ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের ইতিহাসকালে সম্পন্ন হয়; এবং অচিরে আগত রবিবারের আইনকালে, যখন অন্তিম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং যখন তৃতীয় হায়রে ইসলাম জাতিসমূহকে উত্তেজিত করার তার ক্রোধ তীব্রতর করবে, তখন প্রভু তাঁর সেনাবাহিনীকে এক পতাকাস্বরূপ উত্থাপন করবেন।

> আর তোমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজব শুনবে; দেখো, যেন তোমরা বিচলিত না হও; কারণ এই সব ঘটতেই হবে, কিন্তু শেষ তখনও নয়। কারণ জাতি জাতির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে; এবং নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প হবে। এই সবই দুঃখের শুরু। মথি ২৪:৬–৮।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময় ঈশ্বরের জনগণের দুটি শ্রেণি তাদের দেখা ও শোনার ক্ষমতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়।

> এই জন্য আমি তাদের সঙ্গে দৃষ্টান্তে কথা বলি: কারণ তারা দেখে তবু দেখে না; এবং শোনে তবু শোনে না, বোঝেও না। আর তাদের মধ্যে ইশায়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, যা বলে, ‘তোমরা শুনে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না; আর দেখে দেখবে, কিন্তু অনুধাবন করবে না। কারণ এই জনগণের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে, তাদের কান শ্রবণে ভোঁতা হয়েছে, আর তাদের চোখ তারা বন্ধ করে দিয়েছে; পাছে তারা কখনও তাদের চোখে দেখে ও কানে শোনে, হৃদয়ে বুঝে ফিরে আসে, আর আমি তাদের আরোগ্য করি।’ কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তারা দেখে; এবং তোমাদের কান, কারণ তারা শোনে। মথি ১৩:১৩–১৬।

সেই সময়কালে, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল, যিশু বলেছিলেন, "তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের গুজব শুনবে।" প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে, যোহন যারা খ্রিস্টের কণ্ঠস্বর শোনে, তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মায় ছিলাম, এবং আমার পেছনে তূরির মতো এক মহান কণ্ঠস্বর শুনলাম। প্রকাশিত বাক্য ১:১০।

তিনি যে "কণ্ঠস্বর" শুনলেন, তা ছিল "তূর্যের মতো", এবং তূর্য যুদ্ধের প্রতীক, এবং তিনি সেই কণ্ঠস্বর শুনলেন তাঁর পেছনে। তারপর তিনি কিণ্ঠস্বরটি দেখতে ফিরে তাকালেন।

> যে কণ্ঠ আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তা দেখতে আমি ফিরে তাকালাম। আর ফিরে তাকিয়ে, আমি দেখলাম সাতটি সোনার প্রদীপাধার; এবং সেই সাতটি প্রদীপাধারের মাঝখানে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ একজন, যিনি পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা বস্ত্র পরিহিত এবং বক্ষদেশে সোনার বেল্ট বাঁধা। তাঁর মস্তক ও তাঁর চুল উলের মতো সাদা, তুষারের মতো সাদা; আর তাঁর চোখ আগুনের শিখার মতো; এবং তাঁর পা উৎকৃষ্ট পিতলের মতো, যেন তা ভাটিতে জ্বলছে; আর তাঁর স্বর বহু জলের শব্দের মতো। তাঁর ডান হাতে ছিল সাতটি নক্ষত্র; এবং তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছিল একটি ধারালো দ্বি-ধারী তলোয়ার; আর তাঁর মুখমণ্ডল ছিল নিজ পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করা সূর্যের মতো। আমি তাঁকে দেখে তাঁর পায়ের কাছে মৃতের মতো লুটিয়ে পড়লাম। তখন তিনি তাঁর ডান হাতটি আমার ওপর রেখে আমাকে বললেন, ভয় করো না; আমি প্রথম ও শেষ। প্রকাশিত বাক্য ১:১২–১৭।

যখন যোহন সেই স্বরটিকে দেখিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ালেন, তখন তিনি যে খ্রিষ্টের দর্শন দেখিলেন, সেটিই ছিল সেই একই দর্শন যা দানিয়েল দশম অধ্যায়ে দেখিয়াছিলেন, সেই একই দর্শন যা যিশাইয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিয়াছিলেন, এবং সেই একই দর্শন যা পৌল দেখিয়াছিলেন,

যখন তিনি সাত তূর্যধ্বনির ইতিহাস দেখিয়েছিলেন।

> বিনয় হৃদয়ের পবিত্রতা থেকে অবিচ্ছেদ্য। আত্মা যতই ঈশ্বরের নিকটে আসে, ততই তা সম্পূর্ণভাবে নম্র ও বশীভূত হয়। যখন ইয়োব ঘূর্ণিঝড়ের মধ্য থেকে প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনলেন, তিনি বললেন, 'আমি নিজেকে ঘৃণা করি, এবং ধূলা ও ছাইয়ের মধ্যে অনুতাপ করি।' যিশাইয় যখন প্রভুর মহিমা দেখলেন এবং করুবদের উচ্চারণ শুনলেন, 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সেনাবাহিনীর প্রভু,' তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, 'হায় আমার, আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত!' দানিয়েল, যখন পবিত্র বার্তাবাহক তাঁর কাছে এলেন, বললেন, 'আমার শোভা আমার মধ্যে কলুষতায় পরিণত হলো।' পৌল, তৃতীয় স্বর্গে তুলে নেওয়ার পরে, এবং এমন কথা শুনে যা কোনো মানুষের বলা বিধিসম্মত ছিল না, নিজেকে 'সমস্ত পবিত্রদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্র' বলে উল্লেখ করেছিলেন। সেই প্রিয় যোহন, যিনি যীশুর বক্ষে হেলান দিয়ে তাঁর মহিমা দেখেছিলেন, স্বর্গদূতদের সামনে মৃতের ন্যায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে ও অবিরত আমাদের ত্রাণকর্তাকে দর্শন করি, ততই নিজের মধ্যে অনুমোদনের মতো কিছু কম দেখতে পাব। সাইনস অব দ্য টাইমস, ৭ এপ্রিল, ১৮৮৭।

যখন গাব্রিয়েল দানিয়েলের জন্য দর্শনের ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তিনি একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাবলি উপস্থাপন করছিলেন। সেই ঘটনাগুলো যুদ্ধের বর্ণনা, এবং সেই যুদ্ধগুলোর উপস্থাপনার মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ “mareh”-এর কার্যকারক দর্শন, যা “marah” হিসেবে প্রকাশিত, দানিয়েলকে খ্রিস্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করছিল। যখন খ্রিস্ট বলেন তোমরা যুদ্ধের কথা এবং যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন তিনি দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত যুদ্ধগুলোকেই চিহ্নিত করছেন। তিনি আরও নির্দেশ করেন যে যে দর্শন দর্শককে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করে, তা দেখতে হলে তোমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, কারণ কণ্ঠস্বরটি তোমার পিছনে। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত যুদ্ধগুলো অতীত ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধগুলোর বর্ণনা। অতীতের সেই যুদ্ধগুলোর কথা শুনে একজন ব্যক্তি বর্তমানে যে ইতিহাস ঘটছে তার সম্পর্কে শিক্ষা পায়, তবে কেবল তখনই, যদি তার দেখার চোখ ও শোনার কান থাকে।

যখন ইজেকিয়েল লিপিবিদ্ধ করেছিলেন যে এমন এক সময় আসবে যখন দর্শন আর বিলম্বিত হবে না, তা ছিল স্বর্গীয় পবিত্রস্থান সম্পর্কে ইজেকিয়েলের দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইজেকিয়েল "চাকার ভেতর চাকা" দেখেছিলেন, যাকে সিস্টার হোয়াইট মানব ঘটনাবলির জটিল আন্তঃসম্পর্ক হিসেবে চিহ্নিত করেন।

> কবার নদীর তীরে ইজেকিয়েল দেখলেন উত্তর দিক থেকে আসছে বলে মনে হওয়া এক ঘূর্ণিঝড়—‘এক বিশাল মেঘ, আর নিজের মধ্যে জড়িয়ে থাকা আগুন, আর তার চারদিকে ছিল দীপ্তি; এবং তার মধ্যভাগে ছিল অ্যাম্বারের রঙের মতো বর্ণ।’ পরস্পরকে ছেদ করে থাকা বহু চাকা চারটি জীবন্ত সত্তা দ্বারা চালিত হচ্ছিল। এসবের বহু ঊর্ধ্বে ‘সিংহাসনের সদৃশ কিছু ছিল, নীলমণির মতো দেখায়; আর সেই সিংহাসনের সদৃশের উপর, তারই উপরে, মানুষের রূপের সদৃশ দেখা গেল।’ ‘আর করুবিমদের ডানার নীচে মানুষের হাতের আকৃতি দেখা গেল।’ ইজেকিয়েল ১:৪, ২৬; ১০:৮। চাকাগুলোর বিন্যাস এত জটিল ছিল যে প্রথম দর্শনে সেগুলো বিশৃঙ্খল মনে হতো; কিন্তু সেগুলো নিখুঁত সঙ্গতিতে চলত। করুবিমদের ডানার নীচে থাকা সেই হাতের দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত স্বর্গীয় সত্তারা এই চাকাগুলোকে চালিত করছিল; তাদের ঊর্ধ্বে, নীলমণির সিংহাসনে, ছিলেন চিরন্তনজন; আর সিংহাসনের চারদিকে ছিল একটি রংধনু, যা ঈশ্বরীয় করুণার প্রতীক।

যেমন করূবদের ডানার নীচে থাকা হাতের পরিচালনাধীন ছিল চাকা-সদৃশ সেই জটিল বিন্যাস, তেমনি মানবীয় ঘটনাপ্রবাহের জটিল গতিপ্রকৃতিও ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। জাতিসমূহের কলহ ও অশান্তির মাঝেও, করূবদের উপর অধিষ্ঠিত তিনি এখনও পৃথিবীর কার্যাবলি পরিচালনা করেন।

“একটির পর একটি জাতি, যারা তাদের জন্য নির্ধারিত সময় ও স্থান অধিকার করছে, এবং অচেতনভাবেই সেই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে যার অর্থ তারা নিজেরাই জানত না—তাদের ইতিহাস আমাদের সঙ্গে কথা বলে। আজকের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাঁর মহান পরিকল্পনায় একটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আজ মানুষ ও জাতিসমূহকে তাঁর হাতে ধৃত ওলনদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করা হচ্ছে, যিনি কখনও ভুল করেন না। সকলেই নিজেদের নির্বাচনের দ্বারা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করছে, এবং ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধির জন্য সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।”

“যে ইতিহাস মহা ‘আমি আছি’ তাঁর বাক্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অতীতের অনন্তকাল থেকে ভবিষ্যতের অনন্তকাল পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শৃঙ্খলে কড়ি-পর-কড়ি সংযুক্ত করে, তা আমাদের বলে দেয় যে যুগপরম্পরার অগ্রযাত্রায় আমরা আজ কোথায় অবস্থান করছি, এবং আগামীকালে কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই ঘোষণা করেছিল, তার সবই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হয়ে আছে; এবং আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে যা কিছু এখনও আসন্ন, তা-ও নির্ধারিত ক্রমে পূর্ণ হবে।”

"সকল পার্থিব রাজত্বের চূড়ান্ত উচ্ছেদের কথা সত্যের বাক্যে স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ইস্রায়েলের শেষ রাজার বিরুদ্ধে ঈশ্বর যখন দণ্ডাদেশ ঘোষণা করেছিলেন, তখন যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তাতেই এই বার্তাটি দেওয়া হয়েছে।" শিক্ষা, 178, 179.

যে জটিল চাকারসমূহ প্রথম দর্শনে বিশৃঙ্খল বলে প্রতীয়মান হয়, সেগুলি আসলে জাতিসমূহের বিবাদ ও অশান্তির মধ্যে প্রতিফলিত মানবীয় ঘটনাপ্রবাহের জটিল কার্যক্রম। খ্রীষ্ট তাঁর বাক্যে যে ইতিহাস চিহ্নিত করে দিয়েছেন, তা আমাদের জানায় আমরা কোথায় অবস্থান করছি, এবং সেইসঙ্গে তা সমস্ত পার্থিব আধিপত্যের চূড়ান্ত পতনকে সনাক্ত করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়ই সেই পর্ব, যেখানে প্রত্যেক দর্শনের কার্যকারিতা পরিপূর্ণ হয়; এবং সেই ইতিহাসের মধ্যে চাকারসমূহ সেই যুদ্ধ ও যুদ্ধের গুজবকে নির্দেশ করে, যাকে খ্রীষ্ট “দুঃখের আরম্ভ” বলে অভিহিত করেছিলেন। দুঃখের আরম্ভ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল, কারণ সেই সময়েই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময় আরম্ভ হয়েছিল, এবং সীলমোহরকারী দূত তাঁদের উপরে তাঁর চিহ্ন স্থাপন করেন, যারা গির্জা ও দেশমধ্যকার সংঘটিত ঘৃণ্য বিষয়সমূহের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ক্রন্দন করে।

ভূমিতে হওয়া যুদ্ধগুলোর তাৎপর্য যারা দেখে ও শোনে, তাদের জন্য সেগুলো শোকের কারণ হয়। মোহর দেওয়ার ইতিহাস সমস্ত পার্থিব রাজ্যের চূড়ান্ত পতনকে চিহ্নিত করছে, এবং সেই রাজ্যগুলোর পতন অতীতের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে রেখাঙ্কিত হয়েছে। যখন ইশাইয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোহন, দানিয়েল, ইহিযকিয়েল, ইয়োব ও পৌলের মতো একই দর্শন দেখলেন, তিনি সেই সময়ের জন্য বার্তাটি উপস্থাপন করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন; কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কতদিন পর্যন্ত তাঁকে সেই বার্তাটি উপস্থাপন করতে হবে?

> আর আমি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিলাম; তিনি বলিতেছেন, আমি কাহাকে পাঠাইব, এবং আমাদের পক্ষে কে যাইবে? তখন আমি বলিলাম, এই তো আমি; আমায় পাঠান। তিনি বলিলেন, যাও, এবং এই প্রজাকে বল, তোমরা শুনিতেছ তো বটে, তবু বুঝ না; তোমরা দেখিতেছ তো বটে, তবু উপলব্ধি কর না। এই প্রজার হৃদয় স্থূল কর, তাদের কর্ণ ভারী কর, এবং তাদের চোখ বন্ধ কর; যেন তারা তাদের চোখে না দেখে, তাদের কানে না শোনে, তাদের হৃদয়ে না বুঝে, আর ফিরে এসে আরোগ্য না পায়। তখন আমি বলিলাম, প্রভু, কতকাল? তিনি বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নগরসমূহ অধিবাসীবিহীন হয়ে উজাড় না হয়, ঘরবাড়ি মানুষবিহীন না হয়, এবং দেশ সম্পূর্ণ বিরান না হয়ে যায়, আর প্রভু লোকদিগকে বহুদূর না সরাইয়া দেন, এবং দেশের মধ্যে মহা পরিত্যাগ না ঘটে। ইশাইয়া ৬:৮-১২।

ইশাইয়াকে যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা হলো, তাঁকে বার্তাটি উপস্থাপন করতে হবে যতক্ষণ না "দেশ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়"। মোহরবদ্ধ করার বার্তাটি যুদ্ধের সময়ে দেওয়া হয়, এবং সেই যুদ্ধকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে নবীরা সকলেই যে দর্শন দেখেছিলেন, সেই "marah" দর্শনের ব্যাখ্যা হিসেবে। বাহ্যিক বার্তাটি এমনভাবে পরিকল্পিত যে তা একটি অন্তর্গত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে, কিন্তু কেবল তাদের জন্য যারা "শুনবে"।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের পাপাল প্রতিনিধিস্থ সেনাবাহিনীর সংযোগ, পংক্তির উপর পংক্তি, দ্বিতীয় প্রতিনিধিস্থ যুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিনিধিস্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিজেই দ্বিতীয় প্রতিনিধিস্থ যুদ্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইউক্রেনে এখন যে রাফিয়ার সীমান্তযুদ্ধ পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, তার সঙ্গে দ্বিতীয় প্রতিনিধিস্থ যুদ্ধের সংযোগ ভৌগোলিকভাবে তৃতীয় সর্বনাশের ইসলামের দ্বিতীয় আঘাতের সঙ্গে যুক্ত, যা ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এ শুরু হয়েছিল, এবং এটি ভাববাণীমূলক চাকার ভিতরে চাকার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৯৯ সালে জন কর্নওয়েল-রচিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে সময় জন কর্নওয়েল ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের জিসাস কলেজে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও লেখক। গ্রন্থটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শাসনকারী রোমের পোপের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। বইটির সূচনা হয় ভবিষ্যৎ পোপের পিতামহকে দিয়ে, যিনি পোপ পায়াস নবমের ডানহাত ছিলেন; তিনি পিও নোনো নামেও পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৯ সালে একটি রিপাবলিকান জনতা ভ্যাটিকানের প্রাঙ্গণ আক্রমণ করে, এবং পোপ পায়াস নবম রোম নগরী থেকে পালিয়ে যান। নির্বাসনে তিনি যাঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ইউজেনিও পাচেল্লির পিতামহ। ইউজেনিও পাচেল্লি ছিলেন পোপ পায়াস নবমের ডানহাত ব্যক্তির নাতি, এবং পরবর্তীকালে তিনিই পায়াস দ্বাদশ হন; ইউজেনিও পাচেল্লি সম্পর্কে গ্রন্থটির নাম ছিল Hitler’s Pope, The Secret History of Pius XII.

বইটিতে কর্নওয়েল অনুসন্ধান করেন যে পোপ পায়াস দ্বাদশ—যিনি পূর্বে কার্ডিনাল ইউজেনিও পাচেল্লি ছিলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজিশাসনের হাতে ইহুদিদের ওপর নিপীড়ন সম্পর্কে তিনি কতটা অবগত ছিলেন এবং কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি দেখান যে হলোকাস্টের নিন্দার প্রশ্নে পায়াস দ্বাদশের প্রকাশ্য নীরবতা ও পদক্ষেপহীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর অনৈতিক নেতৃত্বকে উদ্ভাসিত করে।

করনওয়েল পিয়াস দ্বাদশের পোপত্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে রয়েছে তার কূটনৈতিক পটভূমি এবং সেই সময়ের জটিল রাজনৈতিক গতিশীলতা। তিনি নাৎসি জার্মানির সঙ্গে মোকাবিলায় ভ্যাটিকানের পন্থা পর্যালোচনা করেন। করনওয়েল উল্লেখ করেন যে পিয়াস দ্বাদশ হলোকস্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলতে এবং নিপীড়িত

ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হন, কারণ তিনি ১৯৩৩ সালে কার্ডিনাল হিসেবে হিটলারের সঙ্গে একটি কনকর্ডাট সম্পাদন করেছিলেন, যা হিটলারের কর্মকাণ্ডের প্রতি ক্যাথলিকদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, কিছু নাৎসি যুদ্ধাপরাধী বিভিন্ন দেশে, যার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল, পালিয়ে গিয়ে বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে পৌঁছানোর জন্য তারা যে প্রধান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছিল, সেগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল:
>
> র‍্যাটলাইনস: র‍্যাটলাইনস ছিল গোপন পলায়নপথ, যা বিভিন্ন সংগঠন—ক্যাথলিক চার্চ এবং সহানুভূতিশীল গোয়েন্দা সংস্থাসমূহসহ—প্রতিষ্ঠা করেছিল, যাতে নাৎসি এবং অন্যান্য পলাতক ব্যক্তিদের ইউরোপ থেকে পালাতে সহায়তা করা যায়। এসব পথ প্রায়ই ভুয়া পরিচয়, জাল নথিপত্র এবং চোরাচালান নেটওয়ার্কের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করত, যাতে তাদের দক্ষিণ আমেরিকাসহ নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো সহজ হয়।
>
> জাল নথিপত্র: বহু নাৎসি পলাতক ব্যক্তি তাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে এবং গ্রেপ্তার এড়াতে জাল পাসপোর্ট, ভিসা ও অন্যান্য ভ্রমণ-সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করেছিল। তারা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছানোর আগে নিরপেক্ষ বা সহানুভূতিশীল দেশগুলোর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার জন্য এসব নথি ব্যবহার করেছিল।
>
> কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ: কিছু ক্ষেত্রে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সহানুভূতিশীল কর্মকর্তারা নাৎসি পলাতকদের উপস্থিতির প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বন্ধ করে ছিলেন, অথবা গ্রেপ্তার এড়িয়ে যেতে তাদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন। কিছু সরকার, বিশেষত যেসব দেশে নাৎসি মতাদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা ছিল, তারা এসব ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেছিল।
>
> আইনি ফাঁকফোকর: কিছু নাৎসি যুদ্ধাপরাধী ইউরোপে প্রত্যর্পণ এড়ানোর জন্য দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে আইনি ফাঁকফোকর বা শিথিল প্রত্যর্পণ আইনকে কাজে লাগিয়েছিল, যেখানে তাদের অপরাধের জন্য তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হতো।
>
> সার্বিকভাবে, র‍্যাটলাইন, জাল নথিপত্র, কর্তৃপক্ষের যোগসাজশ, এবং আইনি ফাঁকফোকরের সমন্বয় নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে যেতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বহু বছর ধরে বিচার এড়িয়ে যেতে সক্ষম করেছিল।
> ChatGPT, March, 2024.